যায়যায়দিন

তারিখ 3 APR 2009
পৃষ্ঠা 2 কলাম

ছাত্রলীগের আগুনে পুড়ছে আ'লীগ

এম মামুন হোসেন

নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে ছাত্রলীগ। বেশকিছু দিন ধরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের বিভিন্ন গ্রুপ নিজেদের একক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে শাখা নেতাদের বয়সের ব্যবধান ও সুবিধাবাদী নেতাকর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণেই ছাত্রলীগের এ বেহাল দশা। ছাত্রলীগই এখন ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ হয়ে জড়িয়ে পড়ছে সহিংসতায়। ছাত্রলীগের এ আগুনে পুড়ছে আওয়ামী লীগও। মঙ্গলবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মতো আরো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন জানান, দীর্ঘদিন দেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল। বন্ধ ছিল ঘরোয়া রাজনীতিও। দেশে গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। কেন্দ্রীয় কমিটিসহ ৮৭টি কমিটিই এখন মেয়াদ উত্তীর্ণ। এসব মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নতুন করে গঠনের কাজে হাত দিয়েছেন তারা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহাবস্থান নিশ্চিত করেছেন। নির্বাচনের পর ছাত্রলীগ মধুর ক্যান্টিনে কেক কেটে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। যেসব স্থানে সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেখানেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকে সতর্ক করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের

পৃ২ >> ক৩

ছাত্রলীগের আগুনে পুড়ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পেছনের কারণ নির্বাচনের পর যারা ভোল পাল্টে ছাত্রলীগ করা শুরু করে তারাই সংগঠনকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, ক্ষমতার পালাবদলের তিন মাস না যেতেই ভর্তি বাণিজ্য, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে তিন গুণ ক্ষমতা অর্জন করেছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি করার পর সারাদেশে কোনো কমিটি পুনর্গঠন করা হয়নি। দুই বছর মেয়াদি এ কমিটির মেয়াদ গত বছর এপ্রিলে শেষ হয়ে গেছে। মাহমুদ হাসান রিপন ও মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন কেন্দ্রীয় কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার ছয় মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি করা হলেও একটি হল কমিটিও গঠন করা হয়নি। দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়ায় হলগুলোতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদেরই বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। আর মেয়াদ না থাকায় অধিকাংশ শাখার নেতা কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানছেন না।

গত ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরপরই প্রকাশ্য হয়ে পড়ে ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দল। ছাত্রলীগের এসব অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার। প্রথম তিন মাসেই বিভিন্ন সংঘর্ষে ছাত্রশিবিরের দুজন আর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের একজন করে নিহত হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ জানুয়ারি নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জের ধরে ১৮ জানুয়ারি সেখানকার ছাত্রলীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ তাদের পছন্দের উপাচার্যের দাবিতে ১৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালায়। ৪৭ ঘণ্টা তালাবদ্ধ করে রাখে বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ মার্চ শিবিরের সেক্রেটারি শরিফুজ্জামান নোমানী নিহত হওয়ার ঘটনার জের ধরে বন্ধ হয়ে যায় রাজশাহী শহরের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সংঘাত এড়াতে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী সিটি কলেজ, রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রাজশাহী ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমানে আরো বন্ধ রয়েছে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ। সর্বশেষ সোমবার রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হোস্টেল ডা. ফজলে রাব্বি হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় মারা যান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ডা. আবুল কালাম আসাদ রাজীব। পরের দিন দুপুরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ।

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাজধানীর ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়। সংঘর্ষের কারণে খুলনা বিএল কলেজ, সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তবে ইতিমধ্যে তা খুলে দেয়া হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে।

বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পর উত্তেজনা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন এক মাসের জন্য ছাত্র সংগঠনের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগের হামলার শিকার হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল লাগাতার ধর্মঘট ডেকে ক্যাম্পাস অচল করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ এবার ২০০৮-০৯ সেশনের অনার্স ভর্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অনিয়মের নজির সৃষ্টি করেছে। অভিযোগ রয়েছে, ভর্তিতে ছাত্রপ্রতি ৫০ হাজার টাকা এবং মাইগ্রেশনে ভালো সাবজেক্টে ভর্তি করাতে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়েছে তারা। রাজধানীসহ দেশের সরকারি কলেজগুলোতে অবৈধভাবে ২০০৮-০৯ সেশনের অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তিতে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য করেছে। এ কারণে রাজধানীর ইডেন, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর, কবি নজরুল, বদরুন্নেসা, সোহরাওয়ার্দী ও মিরপুর বাঙলা কলেজেও মেধাবীরা ভর্তির সুযোগ পায়নি।

অধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে চাপ দিয়ে গাজীপুরের টঙ্গী কলেজ, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, রাজশাহীর সিটি কলেজ, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ ও সরকারি আযম খান কমার্স কলেজ, চট্টগ্রামের সিটি কলেজ ও কমার্স কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং বরিশালের বিএম কলেজে নিজেদের পছন্দে ভর্তি করেছে ছাত্রলীগ নেতারা। ছাত্রলীগকে কোটা দিতে অস্বীকার করায় ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়ারও নজির দেখিয়েছে তারা। অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তিতে কোটা না দেয়ায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ঢাকা কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। আধিপত্য জাহির করতে তারা ক্যাম্পাসে ককটেল বিস্ফোরণ এবং মেধা তালিকায় ভর্তিচ্ছুদের মারধর করেছিল।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক এক শীর্ষ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ছাত্রলীগে দ্রুত চেইন অফ কমান্ড ফিরিয়ে না আনলে বর্তমান সরকারকে এর মাসুল দিতে হবে। দ্রুত ছাত্রলীগের সব কমিটি ভেঙে দিয়ে দেশব্যাপী কাউন্সিলের মাধ্যমে ছাত্রলীগকে প্রকৃত ছাত্র দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

খালেদা রাজনীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়ে তিনি সাংবাদিকদের কাছে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

এরশাদ বলেন, অসহায় পরিবারটি বাঁচাতেই সে সময় খালেদা জিয়াকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মইনুল রোডের বাড়িটি দেয়া হয়েছিল। তিনি রাজনীতি করবেন এমন আশঙ্কা থাকলে তাকে (খালেদা জিয়া) সে সময় বাড়িটি দেয়া হতো না। এখন তাকে জাতির প্রয়োজনে ক্যান্টনমেন্টের বাড়িটি ছেড়ে দেয়া উচিত।

এরশাদ আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে বলেন, কুড়িগ্রাম-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দেয়া ঠিক করেনি। এ আসনে মহাজোট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি জয়ী হন। এসব কারণে মহাজোটে বিভ্রান্ত দেখা দিয়েছে।

জাপা প্রধান এরশাদ ভোটকেন্দ্রে ১৫ মিনিট অবস্থান করার পর শহরের দর্শনা মোড়ে অবস্থিত পল্লী নিবাসে চলে যান। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় তিনি রংপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন জাপার প্রেসিডিয়াম মেম্বার মশিউর রহমান রাঙা, পৌর মেয়র আবদুর রউফ মানিক প্রমুখ।